# পোশাক তৈরি কারখানায় কর্মরতদের শিশুদের জন্য কাজলী কেন্দ্র শুরু

বাংলাদেশে শিক্ষাক্ষেত্রে ইদানীংকালে যে প্রভূত উন্নতি সাধন হয়েছে তা সকলেই স্বীকার করেন। একাজে কৃতিত্ব যেমন সরকারের, তেমনি অনেক বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি ও স্থানীয় সম্প্রদায়েরও। অধুনা এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মিল-কারখানার মালিকরাও। সম্প্রতি, 'মোহাম্মদী গ্রুপ' (বাংলাদেশের একটি পোশাক তৈরি প্রতিষ্ঠান) তাদের কারখানায় কর্মরত কর্মীদের শিশুদের  জন্যে গাজীপুরে লক্ষিপুরা নামক স্থানে একটি কাজলী শিশু শিক্ষাকেন্দ্র চালু করেছে। কাজলী মডেলকে বেছে নেবার কারণ হলো- নূন্যতম খরচে কারখানায় কর্মরতদের শিশুদের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা যাতে শিশুরা শিশু-বান্ধব, সহজ, অনন্য ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তাদের শিশুত্ব বজায় রেখে সহজেই খেলতে খেলতে লিখতে-পড়তে শিখে যায়, পড়ালেখার প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে, তাদের শিক্ষার প্রতি ভীতি তা দূর হয় এবং সেইসাথে শিশুর অভিভাবকরাও যেন তাদের শিশুদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহী হন।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শিশু শিক্ষাকে আনন্দময় করে তোলার জন্য বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা উপকরণ ব্যবহৃত হচ্ছে, যাতে শিশুরা সহজেই আনন্দময় পরিবেশে সহজেই পড়তে, লিখতে পারে, সেইসাথে শিশুদের শারিরীক, মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ যেন ঠিকভাবে হয় সেদিকেও নজর রাখা হয়। কাজলী শিশু শিক্ষা ব্যবস্থাতেও শিশুরা আনন্দময় পরিবেশে খেলতে খেলতে লিখতে-পড়তে শিখে যায়, তাদের শারিরীক, মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশও তরাণ্বিত হয়। দেশ ও দেশের বাইরে শিশু শিক্ষার জন্য যেসব উপকরণ ব্যবহৃত হয় তার সাথে কাজলীর ব্যবস্থার বড় একটা পার্থক্য হলো **অপেক্ষাকৃত কম শিক্ষা উপকরণ**(পকেট বোর্ড, পকেট কার্ড, গণিতমালা, ব্ল্যাক বোর্ড ইত্যাদি) এবং **সর্বাপেক্ষা কম খরচ**(যাতে শিক্ষিকা সম্মানী ও কেন্দ্র ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব শিশুর বাবা-মা ও স্থানীয় জনগণই পালন করে থাকেন)।

কাজলীর যাত্রার শুরু থেকেই  কাজলী পদ্ধতির স্বাতন্ত্র্যতা, আনন্দময় শিক্ষা, শিশুদের সাফল্য ইত্যাদি কারণে কাজলী তার জনপ্রিয়তা লাভ করছে ও সমাদৃত হচ্ছে এবং অনেক সংস্থা/ব্যক্তি, কাজলী শিক্ষাদান পদ্ধতি গ্রহণ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে । যে সব ক্ষেত্রে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, কাজলী পাঠদান পদ্ধতি পুরোপুরি অনুসৃত হবে, কেন্দ্র স্থায়ী হবে এবং সেইসাথে সেখানকার সমাজের মানুষের সম্পৃক্ততা থাকবে রিইব সেক্ষেত্রে কাজলী কেন্দ্র স্থাপনে সহায়তা করতে প্রস্তুত। 'মোহাম্মদী গ্রুপ', কাজলী পদ্ধতি অনুসরণের যাবতীয় দিক মেনে কাজলী কেন্দ্র চালু করেছে। শিশুদের জন্য বসবার ব্যবস্থা, শিক্ষা উপকরণ, জুতা রাখার জন্য খোপওয়ালা র‍্যাকের ব্যবস্থাসহ খাবার ও বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা নিশ্চিত করেছে।

কাজলী মডেল একটি এক বছর স্থায়ী প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি শিশুকে এক বছর একটি শিক্ষাকেন্দ্রে রেখে নানা ধরণের খেলা-ধুলা ও আনন্দময় কার্যক্রমের মাধ্যমে তাকে শিক্ষামুখী ও স্কুলগামী করে তোলা ও পরের বছর সরকারি প্রাইমারী স্কুলে ভর্তির জন্যে তৈরী করে দেয়া। কাজলী  মডেল প্রথাগত শিক্ষা পদ্ধতি থেকে একেবারেই ভিন্ন ধরনের। এ পদ্ধতিতে  শিশুরা বই, খাতা পেন্সিল ছাড়া কেন্দ্রে আসে। কেন্দ্রে বই-এর পরিবর্তে ভাষাবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে তৈরী পকেট কার্ড, পকেটবোর্ড, গণিতমালা প্রভৃতির সাহায্যে শিশুরা খেলতে খেলতে কয়েকমাসেই বর্ণের সাথে পরিচিত হয়ে যায় এবং বছর শেষে পড়তে ও লিখতে শিখে যায়। কাজলী কেন্দ্র ঘরের তিনদিকে শিশুদের উচ্চতা অনুযায়ী ব্ল্যাকবোর্ড লাগানো থাকে যাতে শিশুরা তাদের নিজ নিজ জায়গা থেকে লিখতে

পারে ও ইচ্ছেমত আঁকাআঁকি করতে পারে। কাজলী পদ্ধতিতে পাঠদানের বিভিন্ন ধাপ, দুপুরের খাওয়া, শরীরচর্চা, খেলাধুলা প্রভৃতি শিশুদের আত্মবিশ্বাস, নেতৃত্ব বিকাশ, শারিরীক ও মানসিক বিকাশসহ শৃঙ্খলাবোধ বাড়ায়।

এক সময় অনেক অভিভাবকের ধারণা ছিল পড়ালেখা খরচের ব্যাপার, সেকারণে তারা তাদের শিশুদের শিক্ষার প্রতি তেমন আগ্রহ দেখাতেন না, ধীরে ধীরে তাদের ধারণা পরিবর্তিত হয়েছে, অভিভাবকদের সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে বিভিন্ন জেলার প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের অভিভাবকরা কাজলী শিক্ষিকার সম্মানী দিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন, এক্ষেত্রে 'মোহাম্মদী গ্রুপ' শিক্ষিকা সম্মানী প্রদানের দায়িত্ব নিয়েছে। মোহাম্মদী গ্রুপে চালু হওয়া কাজলী কেন্দ্রের শিশুদের শিক্ষার জন্য শিক্ষিকা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন কারখানারই ৩ জন নারী কর্মী, যারা ৩-৫ বছর বয়সী শিশুদের সাথে ৩/৪ ঘণ্টা সময় কাটানোর পর আবার কাজে ফিরে যান। কাজলী শিশু শিক্ষা ব্যবস্থায় পাঠদানে তাদের আগ্রহ উল্লেখযোগ্য, সেইসাথে শিশুদের সাথে সময় কাটানোতেও তাদের আনন্দ অপরিমেয়। কাজলী শিশুদের কেন্দ্রে আসার প্রতি আগ্রহ ও আনন্দ নিয়ে কেন্দ্রে সময় কাটানো জন্য কাজলী কেন্দ্র উৎসব মুখর হয়ে উঠেছে। পোশাক তৈরির কারখানাতে কর্মরত নারী শ্রমিক যাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা হয়তো খুব বেশি নয় কিন্তু কোমলমতি শিশুদের প্রথম পাঠদানে তাদের সামাজিক মর্যাদা বাড়ছে। যারা হয়তো শিক্ষালাভের সুযোগ পাননি অথবা শিক্ষার প্রতি ভীতির কারণে বেশি দূর পড়ালেখা করতে পারে নি, তারাই শিশুদের প্রতি অসীম মমতা আর অল্প কিছু শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে শিশু শিক্ষার মত মহান কাজে নিজেদের নিয়োজিত করেছে। ভবিষৎ-এ বাংলাদেশে পোশাক তৈরির সব কারখানাতে কাজলী কেন্দ্র চালু হলে একদিকে যেমন কারখানার কর্মী ও তাদের সন্তানেরা সুবিধা লাভ করবে সেইসাথে মালিক পক্ষও লাভবান হবে এবং অন্যদের মাঝেও সামাজিক দায়িত্ববোধ জাগ্রত হবে।

শারমিন আক্তার
রিইব